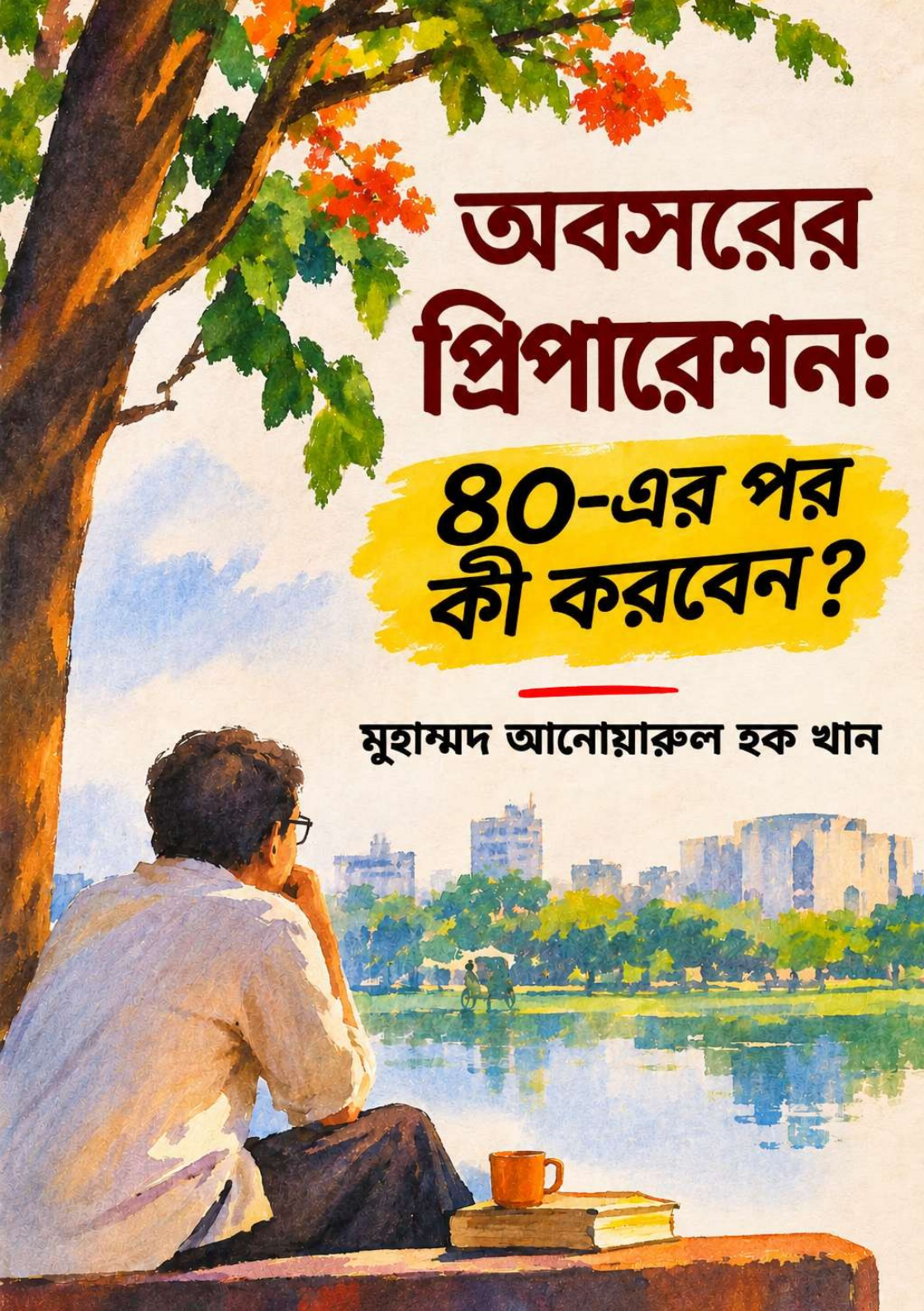
অবসরের প্রিপারেশন:

৪০-এর পর কী করবেন?

মুহাম্মদ আনোয়ারুল হক খান



অবসরের প্রিপারেশন:
৪০-এর পর কী করবেন?

চাকরি শেষ হওয়ার আগেই কীভাবে অর্থ, পরিবার ও জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় গুছিয়ে নেবেন

মুহাম্মদ আনোয়ারুল হক খান

প্রথম ঢাকায়থাকি ডট কম সংস্করণ

ডিসেম্বর, ২০২৬

ই-বুক প্রকাশক

© **কপিরাইট সতর্কতা:** এই সৃজনশীল কর্মটির সর্বস্বত্ব **মুহাম্মদ আনোয়ারুল হক খান** - এর নিকট সংরক্ষিত। **লেখকের পূর্বানুমতি** ব্যতিরেকে গল্পের কোনো অংশ বা সম্পূর্ণ অংশ কোনো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (Facebook, Blog, YouTube), পত্রিকা বা অন্য কোনো মাধ্যমে কপি-পেস্ট, পরিবর্তন বা বাণিজ্যিক ব্যবহার করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। এই শর্ত লঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত পদক্ষেপ নেয়া হবে।

ভূমিকা

অবসর কি জীবনের শেষ, নাকি নতুন জীবনের শুরু?

একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আপনি আবিষ্কার করবেন, আজ আর অফিসে যাওয়ার তাড়া নেই। অ্যালার্ম বন্ধ করে আরও কিছুক্ষণ ঘুমানো যায়। বসের ফোন ধরার প্রয়োজন নেই। মাসের শেষে বেতন আসবে কি না, সেই অপেক্ষাও নেই। ক্যালেন্ডারে মিটিংয়ের সময় লিখে রাখার দরকার নেই।

শুনতে বেশ আনন্দের মনে হচ্ছে, তাই না?

কিন্তু একটু থামুন!

সেদিন সকালে আপনার ঘুম ভাঙবে ঠিকই, কিন্তু আপনাকে ডাকার জন্য কেউ থাকবে না। যে অফিসে ত্রিশ বছর ধরে আপনার একটি নির্দিষ্ট চেয়ার ছিল, সেখানে এখন অন্য কেউ বসে। যে সহকর্মীরা প্রতিদিন চায়ের টেবিলে আপনাকে ঘিরে গল্প করতেন, তাঁরা হয়তো নতুন কাউকে নিয়ে ব্যস্ত। মাসের প্রথম দিনে মোবাইলে আর সেই পরিচিত বেতন আসার মেসেজটি ভেসে উঠবে না।

তখন আপনার মনে হতে পারে, জীবনের এতগুলো বছর কীসের পেছনে ছুটলাম? আর সামনে যে দীর্ঘ সময় পড়ে আছে, সেটি কীভাবে কাটাব?

মতিঝিলের একটি বড় করপোরেট অফিসে প্রায় ত্রিশ বছর ক্যাশিয়ারের দায়িত্ব পালন করেছিলেন খলিল সাহেব। চাকরিজীবনে নিয়মিত অফিস করেছেন, সময়মতো বেতন পেয়েছেন, সংসার চালিয়েছেন। কিন্তু অবসরের পর একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা হতেই জানতে চাইলাম, "খলিল ভাই, দিনকাল কেমন কাটছে?"

তিনি ম্লান হেসে বললেন, "কী আর কাটবে ভাই! প্রতিদিন সকালে সাতটায় ঘুম ভেঙে যায়। অভ্যাসবশত টাই পরে তৈরি হয়ে ড্রয়িংরুমে বসে থাকি। হঠাৎ মনে পড়ে- আরে, আমার তো আজ অফিস নেই!"

একজন মানুষের জীবনে অফিস না থাকার এই শূন্যতা কত বড় হতে পারে, তা চাকরিতে থাকা অবস্থায় আমরা খুব কমই বুঝতে পারি।

খলিল সাহেবের সমস্যাটি শুধু তাঁর একার নয়। আমাদের চারপাশে এমন অসংখ্য মানুষ আছেন, যাঁরা চাকরির শেষ দিনটির জন্য প্রস্তুত হন, কিন্তু চাকরির পরের জীবনের জন্য প্রস্তুত হন না।

আমরা সন্তানের স্কুলের ভর্তি নিয়ে চিন্তা করি, বাড়ির কিস্তি নিয়ে চিন্তা করি, ঈদের কেনাকাটা নিয়ে চিন্তা করি, এমনকি পরের মাসের ছুটিতে কোথায় বেড়াতে যাব, সেটিও পরিকল্পনা করি। অথচ জীবনের সবচেয়ে বড় পরিবর্তন **অবসর** নিয়ে আমাদের অধিকাংশেরই কোনো সুস্পষ্ট পরিকল্পনা নেই।

অদ্ভুত ব্যাপার হলো, আমরা জানি একদিন চাকরি শেষ হবে। তবু এমনভাবে জীবন কাটাই, যেন মাসের প্রথম তারিখে বেতন আসা কোনো প্রাকৃতিক নিয়ম, যা পৃথিবী ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত চলতেই থাকবে!

কিন্তু বাস্তবতা একটু নির্মম।

চল্লিশ বছর বয়স পার হওয়ার পর জীবনের হিসাব বদলাতে শুরু করে। একদিকে সন্তানের পড়াশোনার খরচ বাড়ে, অন্যদিকে বাবা-মায়ের চিকিৎসার প্রয়োজন দেখা দেয়। নিজের শরীরও আগের মতো সব চাপ নিতে চায় না। বাড়িভাড়া, বাজার, যাতায়াত, চিকিৎসা- সবকিছুর খরচ বাড়তে থাকে। আর ব্যাংকে জমানো টাকার ক্রয়ক্ষমতা কমিয়ে দেয় মূল্যস্ফীতি।

আপনি হয়তো ভাবছেন, এখনো তো হাতে অনেক সময় আছে! ষাট বছর হতে আরও পনেরো বা বিশ বছর বাকি। এত তাড়াহুড়ো কিসের?

কিন্তু সময়ের একটি অদ্ভুত স্বভাব আছে, সে কখনো কাউকে জানিয়ে বিদায় নেয় না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলের সামনে দাঁড়িয়ে যে তরুণ একদিন পৃথিবী জয় করার স্বপ্ন দেখেছিল, সে কখন যে সন্তানের স্কুলের বেতন, বাড়ির কিস্তি আর অফিসের দায়িত্ব সামলাতে সামলাতে বিয়াল্লিশ বছরের মানুষ হয়ে যায়, তা টেরই পায় না।

তারপর একদিন আয়নায় নিজের চুলে পাক ধরে যেতে দেখে।

সেই মুহূর্তে প্রশ্নটি হওয়া উচিতঃ আমি কি প্রস্তুত?

এই বইটি সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার একটি চেষ্টা।

এটি কোনো শুকনো অর্থনীতির বই নয়। এখানে শেয়ারবাজারের জটিল সূত্র মুখস্থ করানো হবে না, কিংবা এমন কোনো অবাস্তব স্বপ্ন দেখানো হবে না যে সামান্য কিছু টাকা বিনিয়োগ করলেই রাতারাতি আপনি কোটিপতি হয়ে যাবেন।

বরং আমরা কথা বলব আপনার পরিচিত জীবন নিয়ে। ঢাকা শহরের মধ্যবিত্ত সংসার, মাসের বাজেট, সন্তানের ভবিষ্যৎ, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক দায়িত্ব, চিকিৎসার খরচ, বাড়িভাড়া, ঋণ, সঞ্চয় এবং অবসরের পরের দিনগুলো নিয়ে।

আমরা খুঁজে দেখবঃ
- অবসরের পর স্বাভাবিক জীবন চালাতে আপনার আসলে কত টাকা প্রয়োজন?
- চল্লিশের পর মাসিক বাজেট কীভাবে সাজালে ভবিষ্যতের জন্য অর্থ জমবে?
- পঞ্চাশের আগেই কীভাবে ঋণের বোঝা কমিয়ে আনা যায়?
- চাকরি শেষ হওয়ার আগেই কীভাবে একটি নিরাপদ জরুরি তহবিল তৈরি করবেন?
- সঞ্চিত টাকা কোথায় রাখবেন, কীভাবে বিনিয়োগ করবেন?
- শুধু পেনশন বা একটি আয়ের ওপর নির্ভর না করে আয়ের একাধিক উৎস কীভাবে তৈরি করা যায়?
- চাকরি ছেড়ে দেওয়ার পর সময়, সম্পর্ক ও নিজের পরিচয়কে কীভাবে নতুনভাবে সাজাবেন?
- সন্তানকে ভালোবাসবেন, তার ভবিষ্যৎ গড়বেন, কিন্তু নিজের বার্ধক্যকে তার ওপর নির্ভরশীল করে তুলবেন না, এই ভারসাম্য কীভাবে তৈরি করবেন?

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এই বই আপনাকে শুধু টাকা জমানোর কথা বলবে না। কারণ অবসর মানে কেবল ব্যাংক ব্যালান্স নয়। অবসর মানে নিজের সময়ের ওপর নিজের অধিকার ফিরে পাওয়া। এমন একটি জীবন, যেখানে সকালে ঘুম থেকে উঠে আপনি জানবেনঃ আজ কী করবেন, কেন করবেন এবং কার জন্য করবেন।

আমাদের অনেকের ধারণা, অবসরের প্রস্তুতি ষাট বছর বয়সে শুরু করতে হয়। এই ধারণাটিই সবচেয়ে বড় ভুল। প্রস্তুতি শুরু করতে হবে চল্লিশে, যখন আপনার হাতে এখনো

সময় আছে, কাজ করার শক্তি আছে, নতুন দক্ষতা শেখার সুযোগ আছে এবং ভুল সংশোধন করার অবকাশ আছে।

চল্লিশ থেকে ষাট - এই বিশটি বছর আপনার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক ও ব্যক্তিগত প্রস্তুতির সময় হতে পারে।

তাই এই বইয়ের শেষদিকে আপনার জন্য থাকছে একটি বিশ বছরের রিটায়ারমেন্ট রোডম্যাপ এবং ৩০ দিনের একটি বাস্তব অ্যাকশন চ্যালেঞ্জ। অর্থাৎ বইটি পড়ে শুধু আবেগাপ্লুত হয়ে বুকশেলফে তুলে রাখলেই চলবে না; এখান থেকে কিছু কাজ শুরু করতে হবে।

একটি কথা মনে রাখবেন, আপনার সন্তান আপনার জীবনের আনন্দ, কিন্তু আপনার অবসরের একমাত্র পরিকল্পনা হতে পারে না। আপনার চাকরি আপনার পরিচয়ের একটি অংশ, কিন্তু আপনার পুরো পরিচয় নয়। আর আপনার বর্তমান বেতন আপনার ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা নয়।

জীবনের শেষ বিকেলটি যেন অন্যের করুণার অপেক্ষায় কাটাতে না হয়। যেন নিজের চিকিৎসার খরচ নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে না হয়। যেন সন্তানকে ভালোবাসতে গিয়ে নিজের প্রয়োজনগুলো বিসর্জন দিতে না হয়। আর যেন অবসরের পর প্রতিটি সকাল খলিল সাহেবের মতো বুকের ভেতর শূন্যতা নিয়ে শুরু না হয়।

আমরা চাই, আপনার অবসর হোক একটি সুন্দর নতুন অধ্যায়ের শুরু।

যে অধ্যায়ে থাকবে আর্থিক স্বস্তি, মানসিক শান্তি, প্রিয় মানুষের সঙ্গ এবং নিজের জন্য কিছুটা সময়।

চল্লিশ পেরিয়ে গেলে জীবন শেষ হয়ে যায় না। বরং জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনাটি তখনই শুরু করা উচিত।

তাহলে আর দেরি কেন?

চা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। চলুন, নিজের ভবিষ্যতের হিসাবটা আজ থেকেই শুরু করি।

সুচীপত্র

অধ্যায় ১: ৪০-এর অলৌকিক অ্যালার্ম / ৯
অধ্যায় ২: ঢাকার মধ্যবিত্তের অবসরের আয়না (তিনটি পরিবারের গল্প) / ১১
অধ্যায় ৩: আপনার Retirement Number কত? (টাকার অংক নির্ণয়)/ ১৪
অধ্যায় ৪: ৪০-এর পর মাসিক বাজেট কীভাবে বদলাবেন? / ১৯
অধ্যায় ৫: ঋণমুক্ত হওয়ার পরিকল্পনা (৫০-এর আগেই শৃঙ্খল ভাঙা) / ২৪
অধ্যায় ৬: Emergency Fund: অবসরের প্রথম নিরাপত্তা / ২৮
অধ্যায় ৭: ৪০-এর পর বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের পরিকল্পনা / ৩২
অধ্যায় ৮: শুধু একটিমাত্র Retirement Income-এর ওপর নির্ভর করবেন না (Three-Income Model) / ৩৬
অধ্যায় ৯: ৪০-এর পর দ্বিতীয় আয়ের পথ তৈরি করা (দ্বিতীয় ইঞ্জিনের গল্প) / ৩৯
অধ্যায় ১০: ঢাকায় Retirement-এর সবচেয়ে বড় প্রশ্ন: কোথায় ও কীভাবে থাকবেন? / ৪২
অধ্যায় ১১: সন্তানের জন্য সব টাকা খরচ করবেন না / ৪৬
অধ্যায় ১২: Spouse-এর সঙ্গে Retirement Planning (যৌথ সুরক্ষার গল্প) / ৫০
অধ্যায় ১৩: Retirement-এর Healthcare Fund (ঢাকার চিকিৎসার ফাঁদ ও বাঁচার উপায়) / ৫৪
অধ্যায় ১৪: চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর কী করবেন? (দ্বিতীয় জীবনের শুরু) / ৫৮
অধ্যায় ১৫: আপনি কোন ধরনের Retiree? (পাঁচটি বিচিত্র চরিত্র) / ৬১
অধ্যায় ১৬: ৪০ থেকে ৬০: একটি ২০ বছরের Retirement Roadmap / ৬৫
অধ্যায় ১৭: ৩০ দিনের রিটায়ারমেন্ট অ্যাকশন চ্যালেঞ্জ (বাস্তব রূপান্তরের মাস) / ৬৯
অধ্যায় ১৮: শেষ বিকেলের সোনালী আলো (উপসংহার) / ৭৫

অধ্যায় ১: ৪০-এর অলৌকিক অ্যালার্ম

আজ আপনার বয়স বিয়াল্লিশ।
সকালে বাথরুমে দাড়ি কাটতে গিয়ে হঠাৎ খেয়াল করলেন কানের পাশের দুটো চুলে পাক ধরেছে। আয়নায় চোখ পড়তেই আপনার মনে হলো - লোকটা কি আসলেই আমি? এই তো সেদিনের কথা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলের সামনে দাঁড়িয়ে আড্ডা দিচ্ছিলাম, পকেটে ছিল মাত্র কুড়ি টাকা আর বুকে ছিল পৃথিবী জয় করার সাহস। সেই কুড়ি টাকার ছেলেটা আজ প্রতি মাসে লাখ টাকা বেতন পায়, অথচ তার বুকের ভেতর এক অজানা ভয়।

অফিসে গিয়ে আপনি হয়তো হিসাব কষছেন, হাতে এখনো আঠারো বছর সময় আছে। আঠারো বছর মানে অনেক দিন! কত জল গড়াবে বুড়িগঙ্গায়।

কিন্তু সত্যি কি তাই?

জগতে সবচেয়ে দ্রুত যে জিনিসটা উড়ে যায়, তার নাম সময়। আপনি চোখ পিটপিট করতে করতেই দেখবেন আঠারোটা বছর বৈশাখী ঝড়ের মতো হাওয়া হয়ে গেছে। তখন আপনি কী করবেন?

চল্লিশের পর মানুষের জীবনে তিনটা জিনিস খুব দ্রুত বাড়তে থাকে:
১. রক্তে সুগারের মাত্রা।
২. বাচ্চার স্কুলের বেতন।
৩. এবং জীবনযাত্রার খরচ।

আর যে জিনিসটা বরফের মতো কমতে থাকে, তা হলো - আপনার জমানো টাকার ক্রয়ক্ষমতা। বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলে ‘ইনফ্লেশন’ বা মূল্যস্ফীতি। সহজ ভাষায় বলি - আজকে এক কাপ চায়ের দাম দশ টাকা। বিশ বছর আগে এই চায়ের দাম ছিল দুই

টাকা। আপনি যখন ষাট বছরে পৌঁছাবেন, তখন এই এক কাপ চায়ের দাম হবে পঁচিশ টাকা। আপনি যদি মনে করেন আজ ব্যাংকে দশ লাখ টাকা ফিক্সড ডিপোজিট করে আপনি নিশ্চিন্তে বুড়ো বয়সে পায়ের ওপর পা তুলে বসে থাকবেন, তবে আপনার চেয়ে বড় বোকা এই বাংলায় আর দুটি নেই।

আরেকটা ভুল ধারণা আমাদের মজ্জায় মজ্জায় ঢুকে আছে - 'সন্তানই আমার ভবিষ্যৎ'। গ্রামের দিকে এখনো মায়েরা বলেন, "ছেলে বড় হলে আমার আর কোনো চিন্তা নেই।" কিন্তু ঢাকা শহরের বাতাস ভারী অদ্ভুত। এখানে জীবন এতই কঠিন যে, আপনার ছেলে বা মেয়ে যখন বড় হবে, সে তার নিজের সংসার চালাতেই হিমশিম খাবে। তার ওপর হয়তো সে উচ্চশিক্ষার জন্য পাড়ি জমাবে কানাডা কিংবা অস্ট্রেলিয়া। ভিডিও কলে আপনার নাতি হয়তো বলবে, "হাই গ্র্যান্ডপা!" কিন্তু আপনার প্রেসারের ওষুধ কিনে দেওয়ার জন্য তখন পাশে কেউ থাকবে না।

সুতরাং, সন্তানের কাঁধে নিজের বার্ধক্যের জোয়াল তুলে দেওয়ার মতো স্বার্থপরতা আর কিছু হতে পারে না। সন্তানকে ডানা দিন যেন সে উড়তে পারে, কিন্তু নিজের মাটিটা শক্ত রাখুন যাতে আপনি পড়ে না যান।

চল্লিশ বছর বয়স হলো জীবনের সেই রেললাইন, যেখানে দাঁড়িয়ে আপনি দূর থেকে ট্রেনের হুইসেল শুনতে পাচ্ছেন। ট্রেন আসতে এখনো দেরি আছে, কিন্তু আপনাকে এখনই প্ল্যাটফর্মে মালপত্র গুছিয়ে দাঁড়াতে হবে।